হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সমাবেশ এবং মানবাধিকার লংঘন

তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন, অধিকার

প্রতিবেদন প্রকাশকাল জুন ১০, ২০১৩

odhikar
অধিকার

ঘটনার সার সংক্ষেপঃ

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ নিজেকে অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে পরিচয় দিয়ে তার লক্ষ্যের বিষয়ে বলে যে, এই সংগঠনের লক্ষ্য হলো ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বিষয়ে মতামত উপস্থাপন এবং ইসলাম ও মুসলিম জনগোষ্ঠির স্বার্থ রক্ষা। আল্লাহ ও মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে কটুক্তি, মহানবী (সাঃ) কে পর্নোগ্রাফি গল্পের প্রধান চরিত্র বানানো এবং ইসলাম ধর্মকে বিকৃত করে বিভিন্ন ব্লগে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত ব্লগারদের শাস্তির দাবীতে সংগঠনটি ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ থেকে বর্তমান সরকারের কাছে তাদের ১৩ দফা দাবী পেশ করে তা বাস্তবায়নের জন্য ৬ ই এপ্রিল ২০১৩ সমাবেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচী দিয়ে আসছিল। হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সর্বশেষ কর্মসূচি ছিল গত ৫ মে ২০১৩ রাজধানী ঢাকা ঘেরাও বা অবরোধ।

কর্মসূচী মোতাবেক ৪ মে ২০১৩ থেকেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের হেফাজতে ইসলাম এর কর্মীরা ঢাকায় চলে আসতে শুরু করেন। ঘোষণা অনুযায়ী ৫ ই মে ২০১৩ ভোর থেকে তাঁরা প্রথমে ঢাকায় প্রবেশ করার ৬টি রুটে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন। দুপুরের পর হেফাজতে ইসলাম এর কর্মীরা তাঁদের অবরোধ কর্মসূচি গুটিয়ে রাজধানী ঢাকায় বায়তুল মোকাররমে হেফাজতে ইসলাম এর নেতা আল্লামা আহমদ শফীর নেতৃত্বে 'দোয়া কর্মসূচি' পালন করার জন্য ঢাকায় প্রবেশ করতে শুরু করেন। তাঁদেরকে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এর পক্ষ থেকে শেষ মূহুর্তে অর্থাৎ দুপুর আনুমানিক ৩টায় মতিঝিলের শাপলা চত্বরে দুপুর ৩টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমাবেশ করার অনুমতি দেয়া হয়। মতিঝিলের শাপলা চত্বরে আসার পথে পথে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সশস্ত্র সমর্থকদের হাতে হেফাজত কর্মীরা আক্রান্ত হন। বিশেষ করে গুলিস্থান হয়ে আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে দিয়ে শাপলা চত্বরে আসার সময় আওয়ামী কর্মী এবং সমর্থকরা হেফাজত কর্মীদের ওপর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সশস্ত্র হামলা চালায়।

হেফাজত কর্মীদের লক্ষ্য করে আওয়ামী লীগ কর্মীর গুলিবর্ষন (ছবি বাংলার চোখ) ৫ই মে ২০১৩

এই সময় পুলিশ সরকারী দল সমর্থক সশস্ত্র ব্যক্তিদের সহায়তা করে। সেদিন পুলিশের গুলি ও সরকার সমর্থকদের হামলায় কয়েকশ হেফাজত কর্মী আহত এবং ৩ ব্যক্তি নিহত হন। হেফাজত কর্মীরা ইট-পাটকেল ছুঁড়ে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন। এরপর দুপুর আনুমানিক ৩টা থেকে তাঁরা সমাবেশ শুরু করেন এবং পর্যায়ক্রমে সেখানে অবস্থানকারী নেতারা সরকারের কাছে তাঁদের দাবী দাওয়া এবং সেই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বক্তব্য দিতে থাকেন। এইভাবে চলতে থাকে তাঁদের এই সমাবেশ। বাংলাদেশসহ আর্ন্তজাতিক মিডিয়াগুলোতে

কয়েক লাখ লোকের এই সমাবেশের খবর প্রচারিত হয়। কিন্তু এর মধ্যে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে হেফাজতে ইসলামকে সমাবেশ ভেঙ্গে ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য হুমকি দেন। এই সময়, বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফা দাবি জানানোর নাগরিক অধিকারের প্রতি সমর্থন জানায়। হেফাজতের শান্তিপূর্ণ অবরোধ ও ঢাকা প্রবেশের সময় পথে পথে তাঁদের নেতা কর্মীদের ওপর আওয়ামী লীগের সশস্ত্র সমর্থকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হামলা ও অনেক মানুষ আহত ও ৩ জন নিহত হবার পর হেফাজত আরও অনড় অবস্থানে চলে যায়। হেফাজতের নেতা কর্মীরা বলতে থাকেন তাঁদের নেতা আল্লামা শফী মতিঝিল শাপলা চত্বরে এসে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তাঁরা সেখানে অবস্থান কর্মসূচী চালিয়ে যাবেন।

৫ই মে, ২০১৩ হেফাজতে ইসলামের কর্মীদের অবস্থান কর্মসূচী (ছবি বাংলার চোখ)

সন্ধ্যার পরও হেফাজতের নেতারা সমাবেশে বক্তৃতা করছিলেন। তবে রাত আনুমানিক ৮.০০ টায় এশার নামাযের আগে এই বক্তৃতা থেমে যায়। এরপর রাত আনুমানিক ৮.৩০ টায় পুলিশের সঙ্গে হেফাজত কর্মীদের মতিঝিল থানা ও এর আশেপাশে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার একপর্যায়ে পুলিশ হেফাজত কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি করে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা মতে তখন পুলিশের গুলিতে ৭ জন হেফাজত কর্মী নিহত হন। হেফাজতের নেতারা তখন মাইকে পুলিশকে গুলি না করার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। রাত আনুমানিক ১১.০০ টায় শাপলা চত্বরের পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। রাতের গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হেফাজতের কর্মীরা যে যেখানে ছিলেন সেখানেই রাস্তার মাঝে বসে পড়েন, অনেক হেফাজত কর্মী গায়ের পাঞ্জাবি খুলে অথবা সঙ্গে থাকা ব্যাগ কিংবা জুতা কাপড়ে পেঁচিয়ে মাথার নিচে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। আবার অনেকেই সেখানে বসে জিকির করতে থাকেন।

হেফাজতে ইসলামীর সমাবেশে ব্যবহৃত মাইক- ছবি- ৬ই মে, ২০১৩ (বাংলার চোখ)

এদিকে পুলিশ, র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনীর সদস্যরা ৩টি দলে বিভক্ত হয়ে সেখানে হামলার পরিকল্পনা করে। যৌথবাহিনীর সদস্যরা পরিকল্পিতভাবে রামকৃষ্ণ মিশন (আর কে মিশন) রোডটি বাদ দিয়ে দৈনিক বাংলা মোড় থেকে ১টি, ফকিরাপুল মোড় থেকে ১টি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ভেতর থেকে বের হয়ে মূল মঞ্চের দিকে ১টি, এই মোট ৩টি দলে ভাগ হয়ে একযোগে শাপলা চত্বরে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এরপরই শুরু করে টিয়ারগ্যাস, গুলি, সাউন্ডগ্রেনেডসহ বিরতিহীন আক্রমণ। আর কে মিশন রোডটি দিয়ে অভিযান না চালানোর উদ্দেশ্য ছিল, যাতে আহত বা বেঁচে যাওয়া হেফাজত কর্মীরা আর কে মিশন রোড দিয়ে পালিয়ে রাজধানীর বাইরে চলে যেতে পারেন।

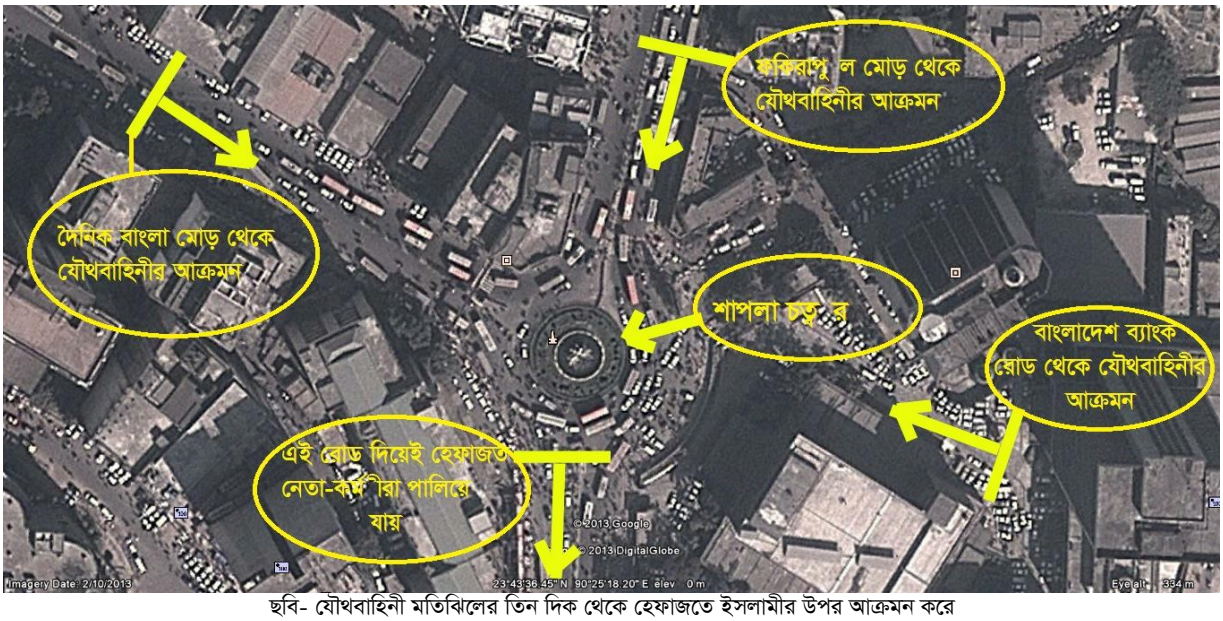

ছবি- যৌথবাহিনী মতিঝিলের তিন দিক থেকে হেফাজতে ইসলামীর উপর আক্রমন করে

৬ ই মে রাত আনুমানিক ১২.৩০ টায় মতিঝিলের প্রতিটি রাস্তার বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধ করে দিয়ে চারদিক অন্ধকার করে দেয়া হয় এবং এই সময় সমাবেশ করার জন্য ব্যবহৃত মাইকের সংযোগও কেটে দেয়া হয়। যৌথবাহিনীর প্রায় ১০ হাজার সদস্য সশস্ত্র অবস্থায় রাত আনুমানিক ২.১৫টায় হেফাজত কর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শাপলা চত্বর ও এর আশে পাশে থাকা নিরস্ত্র এবং ঘুমন্ত হেফাজত কর্মীদের ওপর নির্বিচারে গরম পানি, টিয়ারসেল, কাঁদানে গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড এবং গুলি ছুঁড়তে থাকে। যৌথবাহিনী রাতের এই অপারেশনের তিনটি সাংকেতিক নাম দেয়। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয় 'অপারেশন শাপলা', র‍্যাবের পক্ষ থেকে বলা হয় 'অপারেশন ফ্ল্যাশ আউট' এবং বিজিবির পক্ষ থেকে বলা হয় 'অপারেশন ক্যাপচার শাপলা'। ৬ মে ২০১৩ বিভিন্ন থানার পুলিশ বাদি হয়ে মতিঝিল থানায় ৬টি, পল্টন থানায় ১২টি এবং রমনা থানায় ১টি মামলা দায়ের করে। এরপর ৭ মে ২০১৩ পল্টন থানায় আরো ৪ টি মামলা দায়ের করা হয়। এক্ষেত্রে ১৮৬২ জন সহ অন্তত ১৩৩০০০ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় । এই অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়ার কারণে অনেক সাধারণ নিরীহ মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবার ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে, যা কঠিন মানবাধিকার পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলবে।

৬ ই মে রাতের ঘটনাটির বীভৎসরূপ যেন প্রকাশিত না হয়ে পড়ে, সেই কারণে সরকার ভোররাত আনুমানিক ২.৩০টায় ইসলামিক টেলিভিশন এবং ভোররাত আনুমানিক ৪.২৭ টায় দিগন্ত টেলিভিশন নামের চ্যানেল দুটি বন্ধ করে দেয়। এই চ্যানেল দুটি মূলত বিরোধী দলীয় চ্যানেল হিসেবেই পরিচিত ছিল ও এই ঘটনাটি সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট করছিল। বর্তমানেও টিভি চ্যানেল দুটি বন্ধ রয়েছে।

রাজনৈতিক কাজে শিশুদের ব্যবহার করা অন্যায় সত্ত্বেও সরকার ও বিরোধী দলের মত হেফাজতে ইসলামও তাদের সমাবেশে শিশুদের ব্যবহার করেছে। জানা গেছে এসব শিশুদের অনেকেই মাদ্রাসায় থেকে লেখাপড়া করেছে,যাদের মধ্যে অনেক এতিম শিশুও রয়েছে এবং ৬ ই মে রাতের যৌথ বাহিনীর হামলার পর এদের কারো কারো খোঁজ না পাওয়া ও নিহত হবার খবর পাওয়া যাচ্ছে। ঢাকার মোহাম্মদপুরের অনন্যা সুলতানা জানান, তাঁর খালাত ভাই মোঃ সাইদুল বারী (১৭) হেফাজতের সমাবেশে যোগ দিতে গিয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত সশস্ত্র ব্যক্তিদের হামলায় নিহত হয়েছেন। তিনি জানান, ৭ মে ২০১৩ বিকেল আনুমানিক ৩.০০টায় মতিঝিলের ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে তাঁরা মোঃ সাইদুল বারীর লাশের খোঁজ পান।

যৌথবাহিনীর আক্রমনের পর হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে যোগ দেয়া কয়েকজন শিশু (ছবি বাংলার চোখ) তাং- ৬ ই মে ২০১৩

সরকার প্রথমে কেউই হতাহত হয়নি বলে দাবি করেছিল। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় সেদিন রাতের অভিযানের ছবি ও নির্বিচারে মানুষ হত্যার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ায় সরকার সেই দাবি থেকে সরে আসে এবং সারা দিন বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্খাতে তিনজন পথচারী, একজন পুলিশ সদস্যসহ মোট ১১ জন নিহত হওয়ার কথা জানায়। হেফাজতে ইসলামী বাংলাদেশের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নেতা অধিকারকে জানান, এ পর্যন্ত ২০২ জনের মৃত্যুর খবর তাঁরা পেয়েছেন এবং প্রায় ২৫০০ জন নিখোঁজ রয়েছেন। তবে এ ব্যাপারে চলমান অনুসন্ধানের একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে অধিকার নিহত ৬১ জনের নাম সংগ্রহ করেছে। আল-জাজিরা টেলিভিশন চ্যানেল ৫০ জন নিহত হবার কথা জানিয়েছে।

http://www.aljazeera.com/news/asia/2013/05/2013514143842666992.html

এই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নেয়া হয়েছে।
http://odhikar.org/documents/2013/FF_Report_2013/Hefazat_e_islam/Hefazat%203.wmv

জানা গেছে, মতিঝিলের শাপলা চত্বরে যৌথবাহিনীর হামলায় আহত অনেকে ঢাকার হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা নিচ্ছেন। আবার অনেকে ঢাকায় শুধুমাত্র প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় চলে গেছেন। তাঁদের মধ্যে এখন পর্যন্ত গুরুতর আহত ৫ জন বিভিন্ন হাসপাতালে মারা গেছেন বলেও জানা গেছে।

হেফাজতে ইসলাম এর এই সমাবেশে যোগ দিয়েছিল অনেক শিশু-কিশোর। প্রায় প্রত্যেক শিশুই ছিল কওমি মাদ্রাসার ছাত্র। এই কওমি মাদ্রাসার শিশুরা সাধারণত খেটে খাওয়া গ্রাম বাংলার অসহায় দরিদ্র মানুষের সন্তান। এই শিশুদের মধ্যে অনেকেই রয়েছে এতিম। যারা রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। ৬ ই মে ২০১৩ রাতের অন্ধকারে যৌথবাহিনীর হামলা থেকে বাদ পড়েনি সেইসব শিশুরাও। বিশেষ করে এতিম শিশুদের মধ্যে থেকে যারা নিখোঁজ রয়েছে, কেউ তাদের সন্ধান না করায় এতিম শিশুদের নিখোঁজ কিংবা হতাহতের সংখ্যা অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছে।

সেদিনের রাতের পরিস্থিতিতে সেই রাতে কত লাশ কিভাবে কোথায় সরানো হয়েছে এবং নিহতদের সঠিক সংখ্যা কত তা এই মুহূর্তে যাঁচাই করা কঠিন হলেও মানবাধিকারের দিক থেকে এই কাজটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অধিকার হেফাজতে ইসলাম এর এই সমাবেশ ও এর পরবর্তী ঘটনাগুলোর ব্যাপারে চলমান অনুসন্ধানের একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে এই প্রতিবেদনটি তৈরী করেছে।

অধিকার ঘটনাটির তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানের সময় অধিকার বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথা বলে যার বিবরন নিচে উল্লেখ করা হলঃ

অনন্যা সুলতানা, নিহত মোঃ সাইদুল বারীর খালাতো বোন

অনন্যা সুলতানা অধিকারকে জানান, মোঃ সাইদুল বারী (১৭) মোহাম্মদপুরের বাইতুল ফজল ইসলামীয়া মাদ্রাসার ৮ম শ্রেনীর ছাত্র ছিল। ৫ ই মে ২০১৩ সাইদুল বারী হেফাজতের সমাবেশে যোগ দেয়ার জন্য মতিঝিল যায়। তখন তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা সাইদুলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন, কিন্তু মোবাইল বন্ধ থাকার কারনে যোগযোগ করতে পারেননি। এমনকি রাতেও সাইদুল মাদ্রাসায় ফেরেনি। ৬ ই মে ২০১৩ বিভিন্ন

পত্রিকা এবং টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে জানতে পারেন, মতিঝিলের শাপলা চত্বরে পুলিশের হামলায় বহু হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। তখন তিনি ও তাঁর বড় বোন সাবিহা সুলতানা ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে যোগাযোগ করেন। ৭ মে ২০১৩ বিকেল আনুমানিক ৩.০০টায় মতিঝিল ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে গিয়ে তাঁর খালাত ভাইয়ের লাশ খুঁজে পান। তিনি দেখেন লাশের মাথার পেছনের অংশ শক্ত ও ভারী অস্ত্রের আঘাতে তেথঁলে গেছে। মাথার সামনের অংশে চাইনিজ কুড়ালের ২ ইঞ্চি লম্বা কোপের দাগ ছিল এবং থুতনির নিচে আরেকটি কোপের দাগ ছিল, যাতে চিবুকসহ নিচের ঠোঁটের সামান্য অংশ কেটে যায়। ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল থেকে জানানো হয়, ৫ মে ২০১৩ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.০০ টায় কয়েকজন হেফাজত কর্মী মৃত অবস্থায় সাইদুলের লাশ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরে সেখান থেকে লাশ সাইদুলের গ্রামের বাড়ি ফরিদপুর জেলার গালতা থানার ইউসুফদিয়া গ্রামে নিয়ে সেখানে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

নিহত সাইদুল বারী (ছবি- অধিকার)

অনন্যা সুলতানা অধিকারকে আরো জানান, সাইদুলের মৃত্যুর ঘটনায় তাঁরা কোন মামলা করেন নি।

<u>ওমর ফারুক, নিহত মোঃ ইউনুসের বড় ভাই</u>

ওমর ফারুক অধিকারকে জানান, তাঁর ছোট ভাই মাওলানা মুফতি মোঃ ইউনুস (৩২) কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ফোরখলা হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। ৫ মে ২০১৩ বিকেল আনুমানিক ৫.৩০টায় তাঁর ভাই মাওলানা ইউনুস তাঁকে মোবাইলে ফোন করে ঢাকার মতিঝিলে হেফাজতের সমাবেশের যোগ দেয়ার কথা জানায়। তিনি তখন ইউনুসকে শাপলা চত্বর থেকে চলে আসার জন্য বলেন। কিন্তু ইউনুস তাঁকে বলে শাপলা চত্বরে কোন গন্ডগোল হচ্ছে না, সমাবেশ শেষে তিনি চলে আসবেন। এরপর রাত আনুমানিক ১০.০০টায় তিনি আবারও ইউনুসকে ফোন করেন। তখন তিনি ইউনুসের কাছ থেকে জানতে পারেন, শাপলা চত্বরে গন্ডগোল হয়েছে তবে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমীর আল্লামা শফীর দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যের পরেই শাপলা চত্বরে অবস্থানরত হেফাজত কর্মীরা শাপলা চত্বর ত্যাগ করবে। তিনি ইউনুসকে বাড়িতে চলে আসার জন্য আবারও বললে ইউনুস উত্তরে জানায়, "শাপলা চত্বরে হাজার হাজার মুজাহিদ অবস্থান করছেন, আল্লামা শফী এখানে এসে আমাদের দিকনির্দেশনা দেবেন। তারপর আমরা শাপলা চত্বর ছাড়ব। আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন"। ওমর ফারুক বলেন, এটাই ছিল তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে শেষ কথা। এরপর থেকে তিনি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে অনেক যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে আর ফোন ধরেনি। ৬ মে ২০১৩ ভোর আনুমানিক ৬.০০টায় তিনি তাঁর ভাইকে আবার ফোন দেন। তখন একজন অপরিচিত লোক ফোন রিসিভ করে নিজেকে পুলিশ সদস্য বলে পরিচয় দেন। সেই পুলিশ সদস্য তাঁকে মাওলানা ইউনুসের মৃত্যুর খবর জানান। তিনি পুলিশ সদস্যের কাছ থেকে জানতে পারেন, তাঁর ভাইয়ের লাশ মতিঝিলের একটি ব্যাংকের সিড়ির ওপর পড়েছিল। সেখান থেকে পুলিশ সদস্যরা তাঁর ভাইয়ের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যান। সকাল আনুমানিক ১০.০০টায় তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে গিয়ে তাঁর ভাইয়ের লাশ সনাক্ত করেন। তিনি দেখেন তাঁর ভাইয়ের ডান পায়ের হাঁটুর ওপরে একটি গুলি লেগে পা ভেদ করে অন্য পাশ দিয়ে বের হয়ে গেছে। শরীরে আর কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না। অত্যধিক রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বলে তাঁর ভাইয়ের অনুমান।
ওমর ফারুক অধিকারকে জানান, তাঁর পরিবার ইউনুসের মৃত্যুর ব্যাপারে কোন মামলা করেনি। কারণ মামলা করলে তাঁর এবং তাঁর পরিবারকে বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হতে হবে বলে তিনি মনে করেন।
ওমর ফারুক অধিকারকে আরো জানান, তাঁর ছোট ভাই মাওলানা ইউনুসের ৮ মাস বয়সের একটি মেয়ে সন্তান রয়েছে। ইউনুস কখনোই কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল না।

হাফেজ মোঃ ইসরাফিল, নিখোঁজ মনোয়ার সিদ্দিকির বড় ভাই

হাফেজ মোঃ ইসরাফিল অধিকারকে জানান, তাঁর ছোট ভাই মাওলানা মনোয়ার সিদ্দিকি (২৮) কুমিল্লায় একটি মসজিদের (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) ইমাম ছিলেন। তিনি ৫ মে ২০১৩ হেফাজতের সমাবেশে যোগ দিতে ঢাকায় যান। মনোয়ার সিদ্দিকি ঢাকায় হেফাজতের সমাবেশে যে যোগ দেবে সেটা আগে থেকে বাড়িতে জানায় নি। মনোয়ার ঢাকায় গিয়ে বিকেল আনুমানিক ৫.৩০টায় তাঁকে মোবাইলে ফোন করে ঢাকায় আসার কথা জানায়। তিনি তখন মনোয়ারকে বাড়িতে চলে আসতে বলেন কিন্তু মনোয়ার তাঁর কথা না শুনে মতিঝিলেই থেকে যায়। এরপর থেকে মনোয়ারের মোবাইল বন্ধ থাকার কারণে তার সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ৯ মে ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ২.০০টায় মনোয়ারের মোবাইলটি খোলা পাওয়া যায় এবং তাঁর মোবাইলে ফোন দিলে অপরিচিত এক লোক ফোন রিসিভ করে। লোকটি বলে এই মোবাইলটি সে ঢাকার রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছে। এই বলে কলটি কেটে দিয়ে মোবাইল বন্ধ করে দেয়। এরপর থেকে মনোয়ারের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।
মোঃ ইসরাফিল অধিকারকে আরো জানান, তাঁর ছোট ভাই নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে তাঁর মা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি তাঁর ছোট ভাই মাওলানা মনোয়ার সিদ্দিকিকে ফিরে পেতে অধীর অপেক্ষায় রয়েছেন।

হাফেজ মোঃ হাফিজুল হক, নিহত মোয়াজ্জেমুল হক নান্নুর মেঝো ভাই

মোঃ হাফিজুল হক অধিকারকে জানান, তার ছোট ভাই মোয়াজ্জেমুল হক নান্নু (৩৫) ৪ঠা মে ২০১৩ যশোর থেকে ঢাকায় তাঁর বন্ধুর (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বাসায় যান। সেখানে ১ দিন থেকে ৫ ই মে ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ২.০০টায় নান্নু ও তাঁর বন্ধু হেফাজতে ইসলাম এর সমাবেশে যোগ দিতে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে যান। এরপর থেকে তাঁর কিংবা তাঁর পরিবারের কারো সঙ্গে নান্নুর আর যোগাযোগ হয় নি। ৬ ই মে ২০১৩ ভোর আনুমানিক ৬.০০টায় একজন অপরিচিত লোক তাঁর মোবাইলে ফোন করে জানায়, মোয়াজ্জেমুল হক নান্নু গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত অবস্থায় ঢাকার মোহাম্মদপুরের আল মানার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। যেহেতু তিনি যশোরে ছিলেন তাই এই খবর পেয়ে তিনি ঢাকার কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনকে আল মানার হাসপাতালে পাঠান। নান্নুর শরীরে কয়েকদফা অস্ত্রপচার করা হয়। কিন্তু অস্ত্রপচারের পরও নান্নুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। নান্নুর পরিবারের পক্ষে চিকিৎসার খরচ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ায় ১১ ই মে ২০১৩ সকাল আনুমানিক ১০.০০টায় নান্নুকে যশোর সদর আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে আনা হয়। বিকেল আনুমানিক ৩.৩০টায় নান্নুর মৃত্যু হয়।

হাফিজুল হক অধিকারকে আরো বলেন, হাসপাতালের ডাক্তার তাঁকে জানিয়েছেন যে, মোয়াজ্জেমুল হক নান্নুর ফুসফুসের ভেতরে ছররা গুলির অংশ ঢুকে যায়। মোয়াজ্জেমুল হক নান্নুর লাশ গোসল করানোর সময় হাফিজুল লক্ষ্য করেন, লাশের গায়ে ৪-৫ শত ছররা গুলির চিহ্ন রয়েছে। নান্নুর বুকের বাম পাঁজরে গুলির চিহ্ন এবং বাম পায়ের গোড়ালি ভাঙ্গা ছিল। এমনকি নান্নুর পায়ে লাঠি দিয়ে পেটানোর চিহ্নস্বরূপ দুই পায়েই ছোপ ছোপ কালো দাগ ছিল। তিনি ধারনা করেন, নান্নুকে প্রথমে লাঠি দিয়ে পেটানোর পর খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

হাফিজুল হক বলেন, তার ভাই নান্নুর জানাজার নামাজ ১২ ই মে ২০১৩ সকাল ৭.৩০টায় খড়কী ঈদগাহ ময়দানে পড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১১ ই মে ২০১৩ রাত আনুমানিক ১১.৩০টায় যশোর সদর থানার ওসি ইমদাদুল হক বাড়িতে এসে ঈদগাহ ময়দানে জানাজার নামাজ পড়তে নিষেধ করেন। পরে নান্নুর পরিবারের লোকজন বাধ্য হয়ে যশোর সরকারি এম এম কলেজের মাঠে নান্নুর জানাজার নামাজ পড়েন এবং খড়কী কবরস্থানে লাশ দাফন করেন। পরবর্তীতে মোয়াজ্জেমুল হক নান্নুর রূহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠান করতে চাইলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মোবাইল থেকে ফোন করে ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে অনুষ্ঠান না করার জন্য হুমকি দেয়া হয়। যদিও স্থানীয় মসজিদে ছোট পরিসরে দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। হাফিজুল হক বলেন, তাঁদের বাড়িতে এখন নিয়মিত অপরিচিত লোকজন নজরদারি করছে। যার ফলে তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

জুয়েল (১৯), আহত ব্যক্তি, পঞ্চগড়[১]

হেফাজতে ইসলামীর সমাবেশে আসা এক মাদ্রাসাছাত্রকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ- ৬ই মে ২০১৩ (ছবি বাংলার চোখ)

জুয়েল অধিকারকে জানান, তিনি পঞ্চগড় জেলার একটি মাদ্রাসার ছাত্র। ৫ মে ২০১৩ তিনি তাঁর মাদ্রাসার হুজুর (শিক্ষক) আলমগীরসহ ৬ জন হেফাজতের কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করার জন্য বিকেল আনুমানিক ৫.০০টায় ঢাকা মহানগরীর মতিঝিলের শাপলা চত্বরে এসে পৌঁছান। তখন থেকে তিনি মঞ্চের সামনেই অবস্থান করছিলেন। তিনি রাত আনুমানিক ৮.৩০টায় শাপলা চত্বরের পশ্চিম দিক থেকে গুলির শব্দ শুনতে পান। গুলির শব্দ শুনে শাপলা চত্বরের পশ্চিমে অবস্থানরত হেফাজত কর্মীরা চত্বরের সেই দিক থেকে সরে আসতে থাকে। তিনিও ভীড়ের চাপে মঞ্চের সামনে থেকে শাপলা চত্বরের পূর্ব পাশে সরে যান এবং টয়েনবি সার্কুলার রোডের বামপাশে মধুমিতা সিনেমা হলের আগে মতিঝিল দারুল উলুম জামে মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নেন। গুলির শব্দে অনেক হেফাজত কর্মী শাপলা চত্বর ছেড়ে আশেপাশের বিভিন্ন গলিতে ঢুকে পড়তে থাকেন। তখন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর মঞ্চ থেকে মাইকে ঘোষণা দেয়া হয় যে, "আপনারা গুলি বন্ধ করেন। আপনারা কেন আমাদের নিরীহ কর্মীদের উপর হামলা করছেন"। একপর্যায়ে গুলির শব্দ বন্ধ হয়ে পরিস্থিতি শান্ত হয়। তখন তিনি মতিঝিল বড় মসজিদে এশার নামায আদায় করেন। নামায শেষে তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে আসেন। তিনি দেখেন রিক্সা, ভ্যান ইত্যাদি যানে করে অনেক আহত লোকজনকে হাসপাতালের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ সময় তিনি ৭ টি লাশও নিয়ে যেতে দেখেন। এরপর রাত আনুমানিক ১২.৩০টায় তিনি আবারও মঞ্চের কাছে যান। পুলিশ সদস্যরা যেন মঞ্চের কাছে না আসতে পারে সেজন্য হেফাজত কর্মীরা রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে এবং কাঠের স্তুপ তৈরী করে সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়। এসময় মতিঝিল এলাকার বিদ্যুতের সংযোগ পুলিশ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। রাত আনুমানিক ২.১৫টায় তিনি চারদিক থেকে গুলির শব্দ শুনতে পান। তিনি দেখেন হাজার হাজার পুলিশ সদস্য গুলি করতে করতে শাপলা চত্বরের পশ্চিম দিক ও উত্তর দিক থেকে মঞ্চের দিকে আসছে। এসময় শাপলা চত্বরে অবস্থানরত হেফাজতের কর্মীরা রাস্তার বিভিন্ন গলি পথ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নিজেও শাপলা চত্বরের পূর্ব পাশের একটি গলিতে ঢুকে পড়েন। সেখানে কয়েকটি পানের দোকান ছিল। তিনি সেখানে একটি পানের দোকানে আশ্রয় নেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে প্রায় ৭০ জন হেফাজত কর্মী ছিলেন। এই সময় চারদিকে বৃষ্টির মত গুলি হচ্ছিল। তিনি সেখানে নিজেকে আর নিরাপদ মনে করেননি। তাই তিনি চেয়েছিলেন রাস্তা অতিক্রম করে রাস্তার ওপাশে একটি ঘরে ঢুকে যেতে। কিন্তু পানের দোকান থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সংগেই তাঁর হাতে ও পায়ে গুলি লাগে। তিনি রাস্তার পাশেই একটি ড্রেনে পড়ে যান। কিছুক্ষণ পর গুলির আওয়াজ একটু কমলে তিনি ড্রেন থেকে উঠে রাস্তা পার হন। রাস্তা পার হওয়ার সময় তিনি দেখেন ২০-২৫ জনের নিথর দেহ রাস্তায় পড়ে রয়েছে। তিনি রাস্তা পার হয়ে একটা ঘরে ঢুকে পড়েন। সেখানে শ'খানেক হেফাজত কর্মী ছিলেন। এঁদের বেশীর ভাগই ছিলেন গুলিবিদ্ধ। রাত আনুমানিক ৪.০০টায় আশেপাশে বিভিন্ন জায়গা থেকে সবাইকে বের হয়ে আসার জন্য মাইক দিয়ে ঘোষণা দেয়া হয়। তখন তাঁরা সেখান থেকে বের হয়ে আসেন। এরপর কয়েকজন লোক তাঁকে জাতীয় অর্থপেডিক ও পূনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসেন।

মোঃ মাজেদুল ইসলাম (১৮), গুলিতে আহত ব্যক্তি, ছাত্র, মিরপুর রূপনগর মাদ্রাসা, মিরপুর, ঢাকা

মোঃ মাজেদুল ইসলাম অধিকারকে জানান, তিনি ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত মিরপুর রূপনগর মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী ঘোষিত হলে মাদ্রাসার ছাত্ররা তাতে যোগ দিতে চায়। কিন্তু মাদ্রাসা পরিচালনা পরিষদের সদস্যরা আওয়ামী লীগ সমর্থক হওয়ায় মাদ্রাসা ছাত্রদের হেফাজতের কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করতে তাঁরা নিষেধ করেন। তাঁরা ছাত্রদের আরো বলেন, কেউ কর্মসূচীতে গেলে তাকে

[১] ভিকটিমের অনুরোধে তাঁর নাম ও ঠিকানা গোপন রাখা হল।

পুলিশে ধরিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু ছাত্ররা ভয়-ভীতি উপেক্ষা করেই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে চায়। এতে ছাত্ররা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করলে মাদ্রাসার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বিবেচনা করে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ২ রা মে ২০১৩ মাদ্রাসা বন্ধ ঘোষণা করেন। ৫ মে ২০১৩ বিকেল আনুমানিক ৫.০০টায় তিনি হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর কর্মসূচীতে যোগ দেয়ার জন্য মতিঝিলের শাপলা চত্বরে যান। রাত আনুমানিক ৯.০০টায় তিনি যখন মতিঝিল বড় মসজিদ থেকে এশার নামায পড়ে বের হচ্ছিলেন তখন তিনি বেশ কিছু গুলির শব্দ শুনতে পান। গুলির শব্দ শুনে তিনি আর মসজিদ থেকে বের হননি। রাত আনুমানিক ১০.৩০টায় পরিস্থিতি শান্ত হলে তিনি মসজিদ থেকে বের হন। তিনি দেখেন, কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হেফাজত কর্মীকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পুলিশের গুলিতে আহত এক হেফাজতে ইসলামীর কর্মী (ছবি বাংলার চোখ) ৬ মে ২০১৩

৬ মে ২০১৩ মধ্যরাতে তিনি শাপলা চত্বরের শাপলা ভাস্কর্যের বাউন্ডারীর ভেতরে ঘুমিয়ে ছিলেন। আনুমানিক ২.৩০টায় হঠাৎ মুহুর্মুহ গুলির শব্দ ও টিয়ার গ্যাসের গন্ধে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি দেখেন তাঁর চারপাশের লোকজন দৌড়ে পালাচ্ছে। তিনিও বাউন্ডারীর ভেতর থেকে বের হয়ে দৌড় দেন। এরপর তিনি টিয়ার গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে সোনালী ব্যাংক মতিঝিল শাখার রেলিং টপকে ভেতরে প্রবেশ করলে গুলিবিদ্ধ ৭-৮ জনের নিথর দেহ সেখানে পড়ে থাকতে দেখেন। সেখানে কয়েকশ লোকও আশ্রয় নেয়। পরে পুলিশ সদস্যরা সেখানেও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। এরপর সেখান থেকে ১০-১২ জনের সঙ্গে মিলে দিলখুশা রোডের একটি ভবনের সিঁড়িতে তিনি আশ্রয় নেন। তিনি দেখেন, পুলিশ সদস্যরা গাড়ী নিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে যাচ্ছে। এমন সময় একজন পুলিশ সদস্য তাঁদের দেখে ফেলে এবং সেই পুলিশ সদস্য অন্যান্য পুলিশ সদস্যদের সেখানে ডেকে নিয়ে আসে। পুলিশ সদস্যরা এসে তাঁদের গুলি করতে চায়। তাঁরা গুলি না করার জন্য পুলিশ সদস্যদের অনুরোধ করেন। তখন পুলিশ সদস্যরা তাঁদের গুলি না করে লাঠিপেটা করে ও তাঁদের ধরে লাঠি ও রাইফেলের বাঁট দিয়ে মাথায় আঘাত করে এবং এতে তাঁর মাথা থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। এরপর তাঁদের ছেড়ে পুলিশ সদস্যরা সিঁড়িতে পড়ে থাকা অন্যদের ওপর চড়াও হয়। এই সুযোগে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে রাস্তার পাশে একটি ডাস্টবিনের দিকে যেতে থাকেন। যাওয়ার পথে তিনি ১০-১২ জনকে রাস্তায় নিথরভাবে পড়ে থাকতে দেখেন এবং ডাস্টবিনের আড়ালে আশ্রয় নেন।

মতিঝিল শাপলা চত্বরের পাশে ৩ টি গুলিবিদ্ধ দেহ পড়ে আছে
(ছবি বাংলার চোখ) ৬ মে ২০১৩

এরপর দুইজন পুলিশ সদস্য এসে তাঁকে আবার ধরে লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে। এই সময় দূর থেকে এক পুলিশ সদস্যের ছোঁড়া গুলি তাঁর ডান উরুতে বিদ্ধ হয়। তখন তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর তাঁর মুখে পানির ছিঁটা পড়লে তিনি জ্ঞান ফিরে দেখেন, জিন্স প্যান্ট ও শার্ট পড়া এক ব্যক্তি তাঁর মুখে পানি ছিটাচ্ছে। লোকটি তাঁকে বলে, "তুই এখনো মরিসনি"। এই বলে সেই ব্যক্তিটি তাঁকে আবারও পেটাতে শুরু করে। তখন তিনি সেই ব্যক্তিটির পায়ে ধরে তাঁকে আর না মারার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁর কথা না শুনে তাঁকে আরো পেটানো হয়। একপর্যায়ে একজন পুলিশ সদস্য তাঁকে ধরে দাঁড় করায় এবং দৌড় দিতে বলে। কিন্তু তিনি দৌড়াতে পারছিলেন না। তিনি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলেন। পুলিশ সদস্যরা তাঁকে পেছন থেকে পেটাতে থাকে এবং দৌড় দিতে বলে। তিনি অনেক কষ্ট করে দৌড় দিয়ে পাশের একটি গলিতে ঢুকে পড়েন। সেখানে তিনি কয়েকজন হেফাজত কর্মীকে দেখতে পান। তিনি তাঁদের কাছে তাঁকে হাসপাতালে নেয়ার জন্য অনুরোধ করলে তাঁরা তাঁকে ভোর আনুমানিক ৪.০০টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

রহমত উল্লাহ (৩৫), আহত ব্যক্তি, শিক্ষক, রামপুরা দারুল উলুম মাদ্রাসা, রামপুরা, ঢাকা

রহমতউল্লাহ অধিকারকে জানান, তিনি ঢাকার রামপুরায় অবস্থিত রামপুরা দারুল উলুম মাদ্রাসায় হাদীস শাস্ত্রের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্য রামপুরা দারুল উলুম মাদ্রাসার কয়েকশ ছাত্র-শিক্ষক ও রামপুরা এলাকার প্রায় ১০ হাজার লোকের সঙ্গে ৫ মে ২০১৩ বিকেল আনুমানিক ৩.০০ টায় মতিঝিলের শাপলা চত্বরে যান। তিনি শাপলা চত্বরের পশ্চিম দিকে জনতা ব্যাংক টাওয়ার এবং মঞ্চের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করছিলেন। ৬ মে ২০১৩ রাত আনুমানিক ২.১৫টায় তিনি ও শাপলা চত্বরে থাকা কিছু হেফাজতের নেতা-কর্মীরা বসে জিকির করছিলেন। এই সময় হঠাৎ দৈনিক বাংলার মোড় থেকে কয়েক হাজার পুলিশ, র‍্যাব এবং বিজিবি সদস্য মঞ্চের দিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসতে থাকে। এতে হেফাজতের কর্মীরা ভয়ে মঞ্চের দিকে ছুটে আসতে থাকেন। যৌথবাহিনীর সদস্যরা মঞ্চের আশেপাশে থাকা হেফাজত কর্মীদের ওপর গুলি ছুঁড়তে থাকে। তখন তাঁর পায়ে একটি গুলি লাগলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং তাঁর পা থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। তখন তাঁর পাশ দিয়ে কয়েকজন র‍্যাব সদস্য যাচ্ছিলেন। তিনি র‍্যাব সদস্যদেরকে অনুরোধ করেন যে, "ভাই আমার পায়ে গুলি লেগেছে, আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যান"। কিন্তু র‍্যাব সদস্যরা তাঁকে দেখে লাঠি দিয়ে পেটায়। ভোর আনুমানিক ৪.৩০টায় ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে তাঁকে ফায়ার সার্ভিসের গাড়িতে তুলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তিনি এই রিপোর্ট লেখার সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১০৩নং ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

তিনি বলেন, যৌথবাহিনীর সদস্যরা যখন অভিযান শুরু করে তখন সে এলাকায় বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু শাপলা চত্বরের আশেপাশে কয়েকটি ভবনে বাতি জ্বলছিল এবং রাস্তায় দেয়া বিভিন্ন ব্যারিকেডে হেফাজত কর্মীদের ধরানো আগুন জ্বলছিল। আবছা আলোয় তিনি লক্ষ্য করেন, তাঁর আশেপাশে প্রায় ২০০-৩০০ হেফাজত কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছেন। তাঁর ধারণা, সেখানে যাঁরা পড়ে ছিলেন তাঁরা সবাই মারা গেছেন। তিনি বলেন, শাপলা চত্বরের অভিযানে যৌথবাহিনীর সদস্যদের পাশাপাশি জিন্স প্যান্ট ও টি শার্ট পরিহিত অনেক অস্ত্রধারী লোকও অংশ নেয়। সেই লোকগুলো মাটিতে পড়ে থাকা নিথর দেহগুলোতে আঘাত করে ও গালিগালাজ করতে থাকে। তিনি বলেন যে, হয়তো সেইসব সাদা পোশাকধারী লোকজন লাশগুলো সরিয়ে ফেলেছে।

একজন হেফাজতে ইসলামীর কর্মীর মৃতদেহ নিয়ে গাড়িতে উঠাচ্ছে পুলিশ (ছবি বাংলার চোখ) ৬ মে ২০১৩

নাম গোপনকৃত সাংবাদিক, প্রত্যক্ষদর্শী

একজন নাম গোপনকৃত সাংবাদিক অধিকারকে জানান, তিনি একটি ফটো এজেন্সীর ফটোসাংবাদিক। তাঁর অফিস শাপলা চত্বরের কাছেই। ৫ মে ২০১৩ সন্ধ্যা থেকেই তিনি তাঁর অফিসে বসে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর কর্মসূচীর খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। রাত আনুমানিক ৯.৩০টায় তিনি হৈচৈ শুনে অফিসের জানালা দিয়ে দেখেন, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর কর্মীরা মতিঝিল থানার দিকে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করছে। মতিঝিল থানার পুলিশ সদস্যরা এসময় হেফাজত কর্মীদের ধাওয়া করে এবং এতে পুলিশ ও হেফাজত কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। পুলিশ হেফাজত কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য টিয়ার শেল, রাবার বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। যার ফলে হেফাজত কর্মীরা বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি করে চলে যায়। রাত আনুমানিক ১০.৩০টায় মতিঝিল থানার সামনে অনেক পুলিশ এবং পূর্বানী হোটেলের সামনে থেকে শাপলা চত্বর হয়ে সিটি সেন্টার পর্যন্ত র‍্যাব ও পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়। তখন পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। রাত আনুমানিক ১১.৩০টায় হেফাজত কর্মীরা মতিঝিলের সিটি সেন্টার, পূর্বানী হোটেল এবং ব্যাংক এশিয়ার সামনে কাঠের টুকরা, গাছের ডাল এবং রাস্তার আইল্যান্ডের কংক্রিট স্ল্যাব দিয়ে রাস্তায় ৭-৮টি ব্যারিকেড তৈরী করে যেন যৌথবাহিনীর সদস্যরা শাপলা চত্বরের দিকে সহজে এগিয়ে আসতে না পারে।

কংক্রিটের স্ল্যাব দিয়ে হেফাজতে ইসলামীর কর্মীদের তৈরী করা ব্যারিকেড (ছবি বাংলার চোখ) ৬ মে ২০১৩

১। ২। ৩।

হেফাজতে ইসলামীর সমাবেশে হামলা করার আগে আইন শৃংখলা বাহিনীর প্রস্তুতি (১। এপিবিএন, ২। বিজিবি, ৩। র‍্যাব) (ছবি বাংলার চোখ) ৬ মে ২০১৩

তিনি ঘটনাটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষনের জন্য ৬ মে ২০১৩ রাত আনুমানিক ১২.১৫টায় শাপলা চত্বরে যান এবং হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমাবেশের ছবি তোলার ব্যাপারে কথা বলেন। তিনি তাঁর দুই সহকর্মীকে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সমাবেশের ছবি তোলার কাজে নিয়োজিত করে অফিসে ফিরে আসেন। তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। তিনি অফিসে বসে তাঁর এক সোর্সের মাধ্যমে জানতে পারেন, শাপলা চত্বরে জমায়েত হওয়া হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশের কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য বিজিবির সদস্যরা আসছে এবং শাপলা চত্বরে রাতে বড় ধরনের অপারেশন হবে। রাত আনুমানিক ২.০০টায় তিনি তাঁর অফিস থেকে বের হয়ে একজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে দৈনিক বাংলা মোড়ে যান। সেখান থেকে নিজের বাসার ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি ফকিরাপুলের দিকে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তিনি দেখতে পান প্রায় ১০ গজ অন্তর অন্তর ছোট ছোট ব্যারিকেড ও বিভিন্ন ধরনের কাঠের টুকরার স্তুপে আগুন জ্বলছে। তিনি সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে দেখেন, মতিঝিল থানার সামনে বেশ কিছু পুলিশ, র‍্যাব, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) ও বিজিবি সদস্যরা ২টি রায়ট কার ও ১টি জলকামান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তিনি ফকিরাপুল মোড়ে পৌঁছানোর একটু আগেই দেখতে পান কালো পোশাক পড়া বেশ কিছু লোক ও ইংরেজীতে প্রেস লেখা জ্যাকেট পড়া কয়েকজন সাংবাদিক দাঁড়িয়ে আছেন। সাংবাদিকদের কাছে গিয়ে জানতে পারেন সেখানে দুই হাজারেরও বেশী পুলিশ, র‍্যাব, এপিবিএন ও বিজিবি সদস্য রয়েছে। একজন জয়েন্ট কমিশনার পর্যায়ের অফিসার তাদের কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এই দলের সঙ্গে ১টি রায়ট কার ও ১টি জলকামান ছিল।

রায়ট কার নিয়ে যৌথ বাহিনীর অভিযান (ছবি বাংলার চোখ) ৬ মে ২০১৩

তখন তিনি বুঝতে পারেন, কিছুক্ষনের মধ্যেই বড় ধরনের কোন অপারেশন শুরু হবে, তাই তিনি অপারেশন দেখার জন্য সেখানে থেকে যান। তিনি দেখেন, অপারেশন দলের কমান্ডিং অফিসার তাঁর দলকে উত্তেজিত করার

জন্য বলছে, "আপনারা কি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছেন?" দলের প্রত্যেক সদস্য সমস্বরে বলে ওঠে, "ইয়েস স্যার"।

তিনি আরো বলেন, আমার মনে হল আমি যেন সম্মুখ সমরে যোগ দিতে যাওয়া কোন সেনা দলের সঙ্গে রয়েছি। রাত আনুমানিক ২.১৫ টায় যৌথবাহিনীর অপারেশন দলের সদস্যরা ফকিরাপুল থেকে শাপলা চত্বরের দিকে অভিযান শুরু করে। অপারেশন দলের প্রথমে ছিল পুলিশ, তারপর এপিবিএন, তারপর র‍্যাব এবং সবশেষে ছিল বিজিবি সদস্যরা।

রাত আনুমানিক ২.২০টায় যৌথবাহিনীর রায়ট কারে মাইক থাকা সত্ত্বেও তারা হেফাজত কর্মীদের সরে যেতে না বলে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে শাপলা চত্বরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এতে রাস্তায় অবস্থানরত হেফাজত কর্মীরা টিকতে না পেরে পিছু হটতে শুরু করেন। রাস্তায় ব্যারিকেড থাকায় তিনি তাঁর মোটসাইকেল নিয়ে বেশীদূর এগোতে পারেননি। তাই তিনি মতিঝিল টিএন্ডটি কলোনী পার হয়ে একটি পেট্রোল পাম্পে তাঁর মোটর সাইকেলটি রেখে অপারেশন দলের পেছনে হেঁটে হেঁটে এগুতে থাকেন। মতিঝিলের টয়েনবি সার্কুলার রোডে অবস্থিত নটর ডেম কলেজের কাছে হেফাজতের কর্মীরা একটি বড় ধরনের ব্যারিকেড তৈরী করেছিলেন। যার ফলে যৌথবাহিনীর ২টি রায়ট কার ও জলকামানের গাড়ি প্রথমে পার হতে পারেনি। তখন যৌথবাহিনীর এক অফিসার ব্যারিকেড সরানোর নির্দেশ দেন। গুলি তখনো চলছিল। ব্যারিকেড সরিয়ে যৌথবাহিনী পুনরায় শাপলা চত্বরের দিকে এগিয়ে যায় আর হেফাজতের কর্মীরা পিছু হটতে থাকেন। অপারেশন দলটি নটর ডেম কলেজের ফটকের সামনে এসে হেফাজত কর্মীদের দিকে টিয়ার শেল ছুঁড়ে। কিন্তু দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস বয়ে আসায় টিয়ার শেলের ধোঁয়া তাদের নিজেদের দিকেই ফিরে আসে। এই সময় যৌথবাহিনীর সদস্যরা আগুন ধরিয়ে টিয়ার শেল থেকে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করে। এরপর রাত আনুমানিক ২.৪৫টায় নটর ডেম কলেজ পার হয়ে টয়েনবি সার্কুলার রোডে অবস্থিত দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকার অফিসের সামনে এসে যৌথবাহিনীর সদস্যরা হেফাজত কর্মীদের লক্ষ্য করে সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে এবং সরাসরি গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে শাপলা চত্বরের কাছে এসে দেখে চত্বর খালি হয়ে গেছে। কারণ ইতিমধ্যেই দৈনিক বাংলা মোড় থেকে আরেকটি অপারেশন দল আগেই শাপলা চত্বরে এসে পৌঁছে হেফাজত কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল। হেফাজত কর্মীরা তাঁদের জীবন রক্ষায় তখন মতিঝিলের বিভিন্ন গলিতে ঢুকে পড়েন।

এমন সময় তিনি দেখেন একজন হেফাজত কর্মীকে পুলিশ ধাওয়া করেছে। ধাওয়া খেয়ে লোকটি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছেন। একজন পুলিশ সদস্য তাঁকে গুলি করতে উদ্যত হওয়ায় আরেকজন পুলিশ সদস্য তখন গুলি করতে বারণ করেন। কিন্তু গুলি করতে উদ্যত পুলিশ সদস্য বারণ না শুনে লোকটির পেটে গুলি ছুঁড়ে। লোকটি পেটে হাত চেপে ধরে রক্তাক্ত অবস্থায় কোন একটি গলিতে ঢুকে পড়েন। এরপর তিনি হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর অস্থায়ী মঞ্চের কাছে এসে দেখেন, গুলিবিদ্ধ ৪ টি লাশ সেখানে পড়ে আছে।

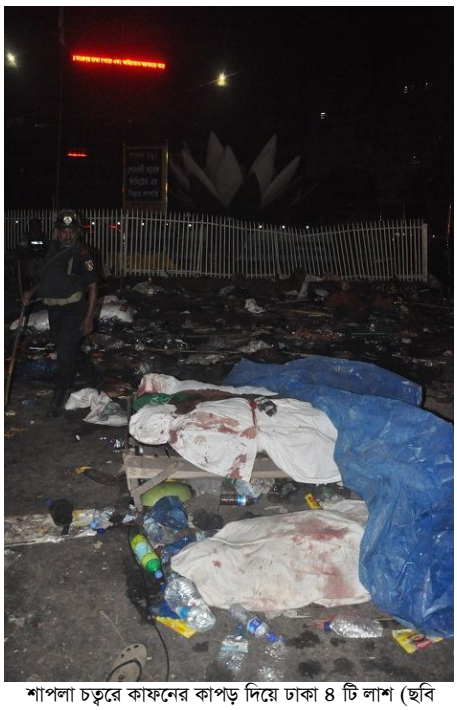

শাপলা চত্বরে কাফনের কাপড় দিয়ে ঢাকা ৪ টি লাশ (ছবি বাংলার চোখ) ৬ই মে ২০১৩

তিনি এই লাশগুলোর ছবি তুলে সোনালি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে যান। সেখানে কয়েকশত হেফাজত কর্মী আশ্রয় নিয়েছিলেন। যৌথবাহিনীর সদস্যরা সেখানে গিয়ে সরাসরি গুলি করে। তিনি দেখেন, ২ জন হেফাজত কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছেন।

সোনালী ব্যাংকের সিড়িঁতে পড়ে থাকা ২ জনের গুলিবিদ্ধ দেহ (ছবি বাংলার চোখ) ৬ই মে ২০১৩

সোনালী ব্যাংকের সামনে গুলি চলছিল, তাই তিনি সেখান থেকে শাপলা চত্বরের ফোয়ারার কাছে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন কিছু হেফাজত কর্মী ফোয়ারার পানিতে ডুবে থাকার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পুলিশ সদস্যরা তাঁদেরকে সেখান থেকে ধরে নিয়ে এসেছে। এরপর তিনি সেখান থেকে পুনরায় সোনালী ব্যাংকের সামনে যান। সোনালী ব্যাংকের গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গায় গিয়ে দেখেন ২ জনের গুলিবিদ্ধ নিথর দেহ পড়ে রয়েছে। তখন সোনালী ব্যাংকের ভেতরে গুলি চলছিল। তিনি সোনালী ব্যাংকের গাড়ি পার্কিংয়ের ডান কোনার দিকে তাকিয়ে দেখতে পান, কিছু হেফাজত কর্মী কাঁটাতারের বেড়া টপকিয়ে ভেতরে আশ্রয় নিচ্ছেন। তখন তিনি সেখানে গিয়ে দেখেন ৫ জন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছেন।

সোনালী ব্যাংকের কোনায় পড়ে থাকা ৫ জনের গুলিবিদ্ধ দেহ (ছবি বাংলার চোখ) ৬ই মে ২০১৩

এরপর তিনি সোনালী ব্যাংকের গাড়ি পার্কিংয়ের কোনার ডান দিকের সিঁড়িতে গিয়ে দেখেন গুলিবিদ্ধ ১ জন কুঁজো হয়ে পড়ে আছেন।

সোনালী ব্যাংকের সিড়িঁতে পড়ে থাকা একটি গুলিবিদ্ধ দেহ (ছবি বাংলার চোখ) ৬ই মে ২০১৩

তিনি সিড়ি দিয়ে ২য় ধাপে উঠেন। সেখানে দেখেন কালো শার্ট ও জিন্স প্যান্ট পড়া ১ টি ছেলে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে।

সোনালী ব্যাংকের সামনে এওজন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিথর পড়ে আছে (ছবি বাংলার চোখ) ৬ই মে ২০১৩

আরেকটু সামনে তিনি এগিয়ে দেখেন, ৩ জন হেফাজত কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছেন। তারপর তিনি নিচে নেমে আসেন। নিচে এসে দেখেন ২ টি নিথর দেহ গাড়ির নিচে পড়ে আছে। তিনি যখন সোনালী ব্যাংকের বারান্দায় তখনও সোনালী ব্যাংকের ভেতরে গুলি চলছিল। রাত আনুমানিক ৩.১৫টায় তিনি পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে মতিঝিলের শাপলা চত্বরের দক্ষিণ দিক দিয়ে ইত্তেফাক মোড়ের দিকে যান। তিনি দেখেন রাস্তায় বিভিন্ন ব্যারিকেডে আগুন জ্বলছে। পুলিশের রায়ট কার বিভিন্ন গলিতে হেফাজত কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে আর জলকামান দিয়ে রাস্তার আগুন নেভাচ্ছে। মধুমিতা সিনেমা হলের কাছে তিনি দেখতে পান ২ টি দেহ নিথর পড়ে আছে।

মতিঝিল পেট্রোল পাম্পের সামনে পড়ে থাকা ২টি গুলিবিদ্ধ দেহ (ছবি বাংলার চোখ) ৬ই মে ২০১৩

এই দুইজনের মধ্যে একজনের মাথায় গুলি লেগেছে এবং অন্যজনের শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত ঝড়ছে। এমন সময় তিনি শুনতে পান কিছু পুলিশ সদস্য ধর ধর বলে চিৎকার করছে। তিনি দৌড়ে সেদিকে যান। তিনি দেখেন কয়েকজন হেফাজত কর্মী একটি মই দিয়ে একটি ভবনের ছাদে ওঠার চেষ্টা করছে। এরই মধ্যে একজন

পুলিশ সদস্য অন্যান্য পুলিশ সদস্যদের বারণ সত্ত্বেও হেফাজত কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে। তখনই গুলিবিদ্ধ হয়ে ১ জন হেফাজত কর্মী ছাদের কার্ণিশে পড়ে যান। তিনি দেখেন পেট্রোল পাম্পের তেল দেয়ার মিটারের পাশে একটি ত্রিপল পড়ে আছে। তিনি সেটা তুলে দেখেন, ১ জনের গুলিবিদ্ধ লাশ সেখানে পড়ে আছে। এর পাশেই হেফাজতে ইসলামের নেতা-কর্মীদের একটি পিকআপ ভ্যান দাঁড় করানো ছিল। তিনি সেই পিকাপের ভিতরে দেখেন ১ টি লাশ পড়ে আছে।

ত্রিপলের নিচে পড়ে থাকা একজনের নিথর দেহ (ছবি বাংলার চোখ)

এরপর তিনি ইত্তেফাক মোড়ের সামনেই দেখেন দুইটি পিকআপ দাঁড়িয়ে আছে। এর সামনেই কংক্রিটের স্ল্যাব দিয়ে তৈরী একটি ব্যারিকেড ছিল। ব্যারিকেডের কারণে পিকআপ দুইটি যেতে পারেনি। সেই পিকআপ ভ্যানে কিছু চেয়ার ছিল। দেখে বুঝা যায় হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর নেতারা এই পর্যন্ত এসে পিকআপ থেকে নেমে পালিয়ে যান। তখন তিনি ইত্তেফাক মোড় থেকে শাপলা চত্বরের দিকে ফিরতে থাকেন। শাপলা চত্বরের কাছাকাছি ঘরোয়া হোটেলের সামনে এসে দেখেন, আমেরিকান লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী ভবনের সামনে যৌথবাহিনীর সদস্যরা গুলি ছুঁড়ছে। এরপর ভোর আনুমানিক ৪.০০টায় তিনি শাপলা চত্বর হয়ে দৈনিক বাংলার দিকে রওনা দেন। তখন তিনি দেখেন সিটি সেন্টারের সামনে দুই জন পুলিশ ও দুইজন সাদা পোশাকধারী ব্যক্তি ১টি লাশ নিয়ে পূর্বানি হোটেলের দিকে যাচ্ছে। পূর্বানি হোটেলের সামনে ফায়ার সার্ভিসের কয়েকটি এম্বুল্যান্স দাঁড় করানো ছিল।

বিঃদ্রঃ যেহেতু মতিঝিলস্থ সোনালী ব্যাংকের সামনেই গোলাগুলি ও হতাহতের ঘটনা ঘটে তাই অধিকার সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা ও সেসময় সেখানে অবস্থানরত কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে সিকিউরিটি গার্ড থেকে শুরু করে সিকিউরিটি ইনচার্জ, পাবলিক রিলেশনস অফিসার এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক পর্যন্ত সবাই এই বিষয়ে কোন কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

মোঃ হযরত আলী, এটিএম বুথের গাড[২], মতিঝিল, ঢাকা মহানগর, ঢাকা

মোঃ হযরত আলী অধিকারকে জানান, ৫ মে ২০১৩ রাত আনুমানিক ১০.০০টায় তিনি মতিঝিলের শাপলা চত্বরের পাশে একটি এটিএম বুথে গার্ড হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তখন শাপলা চত্বরে প্রায় ৪০হাজার হেফাজত কর্মী শান্ত ভাবেই অবস্থান করছিলেন। ৬ মে ২০১৩ রাত আনুমানিক ২.১৫ টায় দৈনিক বাংলা মোড় থেকে আনুমানিক দুই হাজার সশস্ত্র পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি সদস্য শাপলা চত্বরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সে সময় তিনি প্রচুর গুলির শব্দ শুনতে পান। গুলির শব্দ শুনে তিনি ব্যাংক ভবনের ভেতরে চলে যান। ভোর আনুমানিক

[২] পরিচয় গোপনকৃত

৪.৩০টা পর্যন্ত তিনি গুলির শব্দ পান। গুলির শব্দ থেমে গেলে ভোর আনুমানিক ৬.০০টায় তিনি ব্যাংক থেকে বের হন। তখন তিনি রাস্তায় কোন ব্যক্তির লাশ দেখতে না পেলেও রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় ছোপ ছোপ রক্তের দাগ দেখতে পান। তিনি লক্ষ্য করেন, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের লোকজন এসে রাস্তায় পানি ঢেলে রাস্তা ধুয়ে ফেলছে।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পানিবাহী গাড়ি এসে রাস্তা পরিষ্কার করছে (ছবি বাংলার চোখ) ৬ মে ২০১৩

আবু ইউসুফ, সহকারী পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মহানগর পুলিশ, মিডিয়া এন্ড কমিউনিটি সার্ভিস, ৩৬ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী স্মরনী , রমনা, ঢাকা-১২১৭

আবু ইউসুফ অধিকারকে জানান, ৬ মে ২০১৩ মতিঝিলের শাপলা চত্বর থেকে হেফাজতের কর্মীদের সরিয়ে দেয়ার ঘটনায় যৌথবাহিনীর অভিযানের প্রেক্ষিতে যৌথবাহিনীর সদস্যদের নির্দেশদানকারী ডিএমপি কমিশনার বেনজির আহমেদ বিপিএম ৮ মে ২০১৩ একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। তিনি সংবাদ সম্মেলনের কপিটি http://www.dmp.gov.bd/application/index/pressdetails/press_20 সাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে বলেন।

সেদিন যৌথবাহিনীর সদস্যদেরকে কে বা কারা মাঠপর্যায়ে কমান্ড করেছেন এবং যৌথবাহিনীর মোট কতজন সদস্য ছিল এই বিষয়ে কথা বলতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।

আবু ইউসুফ অধিকারকে আরো জানান, এই ঘটনায় ৬ মে ২০১৩ বিভিন্ন থানার পুলিশ সদস্যরা বাদি হয়ে মতিঝিল থানায় ৬টি, পল্টন থানায় ১২টি এবং রমনা থানায় ১টি মামলা দায়ের করেছেন। ৭ মে ২০১৩ পল্টন থানায় আরো ৪ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আরো বিস্তারিত জানার জন্য তিনি কমিশনার বেনজির আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

১৩ মে ২০১৩ বিকেল আনুমানিক ৪.৩০টায় অধিকার প্রতিনিধি কমিশনার বেনজির আহমেদের সঙ্গে দেখা করতে কমিশনারের কার্যালয়ে গেলে অভ্যর্থনা কক্ষ থেকে দায়িত্বরত কর্মকর্তা জানান, তিনি অফিসে নেই।

মতিঝিল শাপলা চত্বরে ঘটে যাওয়া ঘটনায় বিভিন্ন থানায় দায়ের করা মামলাগুলোর মামলা নং, তারিখ, ধারা এবং গ্রেপ্তারকৃত আসামীর সংখ্যার একটি তালিকাঃ

০৫/০৫/২০১৩ খ্রি. তারিখে হেফাজতে ইসলাম এর সহিংস ঘটনা সম্পর্কিত মামলার তথ্যাদি

ক্রমিক নং	থানার নাম	মামলা নং	তারিখ	ধারা	এজাহার নামীয় আসামী	মোট গ্রেফতার
১.	মতিঝিল	০৯	০৬/০৫/২০১৩	১৪৩/১৪৭/১৪৮/৪৩৫/৪২৭/৩৮৯/১০৯/১১৪/৩৪ পেনাল কোড	০৬ জনসহ অজ্ঞাত ১০০০ জন	০৬ জন
২.	মতিঝিল	১০	০৬/০৫/২০১৩	১৪৩/১৪৭/১৪৮/৪৪৭/৩২৩/৪২৭/৪৩৫পেনাল কোড	অজ্ঞাত ৫০০/৬০০ জন	
৩.	মতিঝিল	১১	০৬/০৫/২০১৩	১৪৩/১৪৭/১৪৯/৪৪৭/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/১৮৬/৩০৭/৪২৭/১০৯/১০৪/৩৪ পেনাল কোড তৎসহ বিস্ফোরক উপাদানাবলী আইনের ৩/৬	২৩৭ জন সহ অজ্ঞাতনামা ৩০০০/৪০০০ জন	
৪.	মতিঝিল	১২	০৬/০৫/২০১৩	১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/৪৪৭/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/১৮৬/৩০৭/৪২৭/৪৩৫/৩৮০/১০৯/১১৪/৩৪পেনাল কোড তৎসহ বিস্ফোরক উপাদানাবলী আইনের ৩/৬	২৩৭ জন সহ অজ্ঞাতনামা ৩০/৪০ হাজার	
৫.	মতিঝিল	১৩	০৬/০৫/২০১৩	১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/৪৪৭/৩৩২/৩৩৩/৩৫৬/১৮৬/৩০৭/৩০২/৪২৭/৪৩৫/৩৮০/৩৭৯/১০৯/১১৪/৩৪ পেনাল কোড তৎসহ বিস্ফোরক উপাদানাবলী আইনের ৩/৬	২৪৭ জন সহ	
৬.	মতিঝিল	১৪	০৬/০৫/২০১৩	১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩০৭/৩২৫/৩২৬/৩০২/১০৯/১১৪/৩৪ পেনাল কোড	২৩৭ জন সহ ৩০/৪০ হাজার ।	
৭.	পল্টন	০৭	০৬/০৫/২০১৩	৩০২/৪০৪/১০৯/৩৪ পেনাল কোড	৩৪ সহ অজ্ঞাত ।	১৬ জন
৮.	পল্টন	০৮	০৬/০৫/২০১৩	১৪৩/১৪৭/১৪৯/৩৪২/৪৩৫/৪৩৬/৩৭৯/৩৮০/৩২৩/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৪২৭/১৮৯/২৯৫/১০৯/৩৪ পেনাল কোড	অজ্ঞাতনামা কয়েক হাজার ।	
৯.	পল্টন	০৯	০৬/০৫/২০১৩	১৪৩/১৪৭/১৪৯/৪৪৮/৪৩৬/৪২৭/১০৯/৩৪ পেনাল কোড	১৪ জন সহ অজ্ঞাতনামা কয়েকশ	
১০.	পল্টন	১০	০৬/০৫/২০১৩	১৪৩/১৪৭/১৪৯/৪৪৭/৪৩৫/৪৩৬/৪২৭/১০৯/৩৪ পেনাল কোড	১৪ জন সহ অজ্ঞাতনামা কয়েকশ	
১১.	পল্টন	১১	০৬/০৫/২০১৩	১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩০৭/৪৩৫/৪২৭/১২০-খ/১০৯/৩৪ পেনাল কোড তৎসহ বিস্ফোরক উপাদানাবলী আইনের ৩/৬	১৯৪ জন সহ অজ্ঞাতনামা ১০/১২ হাজার	

১২.	পল্টন	১২	০৬/০৫/২০১৩	১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩০৭/৪৩৫/৪৩৬/৪২৭/১২০-খ/১০৯/৩৪ পেনাল কোড তৎসহ বিস্ফোরক উপাদানাবলী আইনের ৩/৬	১৯৪ জন সহ অজ্ঞাতনামা ১০/১৫ হাজার	
১৩.	পল্টন	১৩	০৬/০৫/২০১৩	১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৪৪৮/৩৮০/৪৩৬/৪২৭/১০৯/৩৪ পেনাল কোড	অজ্ঞাতনামা অগনিত	
১৪.	পল্টন	১৪	০৬/০৫/২০১৩	১৪৩/১৪৭/১৪৯/৪৪৮/৪০৬/৩৮০/৪৩৬/৪৩৫/৫০৬/ ৪২৭/১০৯/৩৪ পেনাল কোড	অজ্ঞাতনামা অগনিত	
১৫.	পল্টন	১৫	০৬/০৫/২০১৩	১৪৩/১৪৭/১৪৯/৩২৩/৪৪৮/৪৩৫/৪৩৬/৪২৭/৫০৬/১০৯/৩৪ পেনাল কোড	০৬ জন সহ অজ্ঞাতনামা ৪০০০/৫০০০ জন	
১৬.	পল্টন	১৭	০৬/০৫/২০১৩	১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/৪৩৫/৪৩৬/২৯৫/৪২৭/১২০-খ/১০৯/৩৪ পেনাল কোড	১৯০ জন সহ অজ্ঞাতনামা ১০০০০/১৫০০০ জন	-
১৭.	পল্টন	১৮	০৬/০৫/২০১৩	১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩০৭/৪৩৫/৪৩৬/৪২৭/১২০-খ/১০৯/৩৪ পেনাল কোড তৎসহ বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৬	৬৯ জন সহ অজ্ঞাতনামা ১০০/১৫০ জন	-
১৮.	পল্টন	১৯	০৬/০৫/২০১৩	১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩০৭/৪৩৫/৪৩৬/৪২৭/১২০-খ/১০৯/৩৪ পেনাল কোড তৎসহ বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৬	৬৯ জন সহ অজ্ঞাতনামা ১০০/১৫০ জন	-
১৯.	পল্টন	২০	০৭/০৫/২০১৩	১৪৩/১৪৭/১৪৯/৪৩৫/৪৩৬/২৯৫/১০৯/৩৪ পেনাল কোড	৬০ জন সহ অজ্ঞাতনামা ২০/২৫ জন	-
২০.	পল্টন	২১	০৭/০৫/২০১৩	১৪৩/১৪৭/১৪৯/৪৩৫/৪৩৬/৪২৭/২৯৫/১০৯/৩৪ পেনাল কোড	১৮ জন সহ অজ্ঞাতনামা ৮০ /৯০ জন	-
২১.	পল্টন	২২	০৭/০৫/২০১৩	১৪৩/১৪৭/১৪৯/৩৭৯/১০৯/৩৪ পেনাল কোড	১৮ জন সহ অজ্ঞাতনামা ৮০/৯০ জন	-
২২.	পল্টন	২৩	০৭/০৫/২০১৩	১৪৩/১৪৭/১৪৯/৪৩৫/৪২৭/১০৯/৩৪ পেনাল কোড	১৮ জন সহ অজ্ঞাতনামা ৮০/৯০ জন	-
২৩.	রমনা	১০	০৬/০৫/২০১৩	১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩৩২/৩৫৩/৩০৭/৪৩৫/৪২৭ পেনাল কোড	অজ্ঞাতনামা ১০০০/১২০০ জন	-

লেঃ কর্ণেল কিসমত হায়াত, পরিচালক, র‍্যাব-১, ঢাকা

লেঃ কর্ণেল কিসমত হায়াত অধিকারকে বলেন, ৬ মে ২০১৩ রাত আনুমানিক ২.১৫ টায় র‍্যাব সহ যৌথবাহিনী রাজারবাগ মোড় হয়ে ফকিরাপুল থেকে অভিযান শুরু করে। এই অভিযানে প্রায় ১৫০০ র‍্যাব সদস্য অংশ নেয়। র‍্যাবের পক্ষ থেকে এই অভিযানের সাংকেতিক নাম দেয়া হয় 'অপারেশন ফ্ল্যাশ আউট'। অভিযান চলে প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে। তিনি র‍্যাব-১ এর নেতৃত্ব দেন। র‍্যাব-৩ এর পক্ষ থেকে অধিনায়ক মেজর সাব্বির, র‍্যাব-৪ এর পক্ষ থেকে পরিচালক কামরুল হাসান এবং র‍্যাব-১০ এর নেতৃত্ব দেন অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল ইমরান।

তিনি বলেন, সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাত ২টা ১৫ মিনিটে অভিযান শুরু হয়। প্রথমে পুলিশের ১টি রায়ট কার ও ১টি জলকামানকে সামনে রেখে র‍্যাব ও পুলিশ গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তারা মুহুর্মুহু টিয়ার শেল আর সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এ সময় হেফাজতের মাইকে ঘোষণা দেয়া হয়, "কোন কর্মী শাপলা চত্বর ছাড়বে না"। তারপরও চলে তাদের ভাষণ। অল্প সময়ের মধ্যে মঞ্চ লক্ষ্য করে টিয়ার গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোঁড়া হয়। একই সঙ্গে রাবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাস ও শটগানের গুলির প্রচন্ড শব্দে কেঁপে ওঠে মতিঝিলসহ আশপাশ এলাকা। গুলি ও সাউন্ড গ্রেনেডের তোপের মুখে মঞ্চ ছাড়তে শুরু করে হেফাজতের নেতারা। কেউ কেউ চলে যায় টিকাটুলির দিকে। আবার কেউ চলে যায় সোনালী ব্যাংকের ভেতরে, কেউ পাশের ভবনে, কেউ বা অলিগলিতে। হেফাজতের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে র‍্যাব-পুলিশের পরনে ছিল বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট।

মহসিন খান, পাবলিক রিলেশনস অফিসার, বিজিবি, পিলখানা, ঢাকা

মহসিন খান অধিকারকে জানান, ৬ মে ২০১৩ শাপলা চত্বরে যৌথবাহিনীর অভিযানে বিজিবি সদস্যরা অংশ নেয়। তবে বিজিবি সদস্যরা অপারেশনে নিযুক্ত পুলিশ অফিসারের নির্দেশ মত কাজ করে। এই অভিযানকে বিজিবির পক্ষ থেকে বলা হয় 'অপারেশন ক্যাপচার শাপলা'। এই অভিযানে কতজন বিজিবি সদস্য ছিল তা তিনি জানাতে পারেন নি।

মোঃ মাহবুবুল আলম, এক্সেকিউটিভ ডিরেক্টর, দিগন্ত টেলিভিশন, পুরানা পল্টন, ঢাকা

মোঃ মাহবুবুল আলম অধিকারকে জানান, ৬ মে ২০১৩ রাত আনুমানিক ৪টা ২০ টায় বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি)-এর কর্মকর্তা কর্নেল সাজ্জাদ হোসেন এবং ডিবি পুলিশের ডিসি মোল্লা নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি যৌথ টিম বিজয়নগরের সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণির আল রাজি টাওয়ারে আসেন। তাঁরা নিউজ রুমে প্রবেশ করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মৌখিক নির্দেশে এর সম্প্রচার বন্ধ করতে এসেছেন বলে জানান। রাত আনুমানিক ৪টা ২৪ মিনিটে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বিটিআরসির কর্মকর্তারা সম্প্রচার কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ আপ লিংক ডাউন লিংক মডিউলার যন্ত্র জব্দ করেন। এরপর এই কর্মকর্তারা মাস্টার কন্ট্রোল রুম, প্রডাকশন কন্ট্রোল রুম এবং পাশের একটি রুমে তালা লাগিয়ে দেন। এরপরই রাত আনুমানিক ৪.২৭ টায় দিগন্ত টিভির সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

মোঃ মাহবুবুল আলম আরো বলেন, ৬ মে ২০১৩ যখন বিটিআরসির কর্মকর্তা কর্নেল সাজ্জাদ হোসেন এবং ডিবি পুলিশের ডিসি মোল্লা নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি যৌথ টিম দিগন্ত টিভির সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ করতে আসেন তখন তাঁদের কাছে কোন ধরনের আদেশ পত্র কিংবা এই সম্পর্কিত কোন কাগজ ছিল না। তবে ৭ মে ২০১৩ দিগন্ত টিভির সম্প্রচার সাময়িক বন্ধ করার আদেশ সম্বলিত একটি চিঠি বিটিআরসি থেকে দিগন্ত টিভির অফিসে পাঠানো হয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত দিগন্ত টেলিভিশন চ্যানেল বন্ধ আছে।

আবু সালেহ মোঃ মাইন উদ্দিন, অতিরিক্ত প্রধান, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা

আবু সালেহ মোঃ মাইন উদ্দিন ৬ মে ২০১৩ এর ঘটনায় সিটি কর্পোরেশন থেকে রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য যে গাড়িগুলো পাঠানো হয়েছিল সে সম্পর্কে অধিকারকে কিছু বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এরপর তিনি পরিবহন বিভাগে অথবা নির্বাহী বিভাগে যোগাযোগ করতে বলেন।

এএসএম এমদাদুত দস্তগীর, উপ সচিব, পরিবহন বিভাগ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা

এএসএম এমদাদুত দস্তগীর অধিকারকে জানান, ৬ মে ২০১৩ এ শাপলা চত্বরে যৌথবাহিনীর অভিযানের ঘটনায় সিটি কর্পোরেশন থেকে রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য যে গাড়িগুলো পাঠানো হয়েছিল সে সম্পর্কে কথা বলতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিষেধ রয়েছে। তাই তিনি এই বিষয়ে কিছু বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

মেজর মোঃ মাহবুব, পরিচালক (অপারেশন), ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা

মেজর মোঃ মাহবুব অধিকারকে জানান, তিনি ৫ মে ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১.০০টা থেকে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এর প্রধান কার্যালয়, পলাশী, লালবাগ, এবং তেজগাঁও শাখা থেকে ১১টি গাড়ি ও ৫টি পাম্প নিয়ে শাপলা চত্বরে এবং আশেপাশে হেফাজত কর্মীদের লাগানো আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ৬ মে ২০১৩ রাত আনুমানিক ১.০০টায় ফায়ার সার্ভিসের ইউনিটগুলো স্ব স্ব শাখায় ফিরে যায়। ভোর আনুমানিক ৪.০০টায় শাপলা চত্বরে পুনরায় আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের প্রধান কার্যালয় থেকে ৫ টি গাড়িতে করে ২৫ জন ফায়ার কর্মী শাপলা চত্বরে যান। তিনি এই ব্যাপারে আর কিছু বলতে রাজী হননি।

আজীজুল হক ইসলামাবাদী, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ

আজীজুল হক ইসলামাবাদী অধিকারকে জানান, ৫ মে ২০১৩ ঢাকা অবরোধ কর্মসূচীতে সারাদেশ থেকে হেফাজত কর্মীরা স্বতস্ফুর্তভাবে অংশ নেন। প্রথমে তাঁরা ঢাকায় প্রবেশের ছয়টি রাস্তার মুখে অবরোধ কর্মসূচী পালন করেন। পরবর্তীতে তাঁরা অবরোধ কর্মসূচী সংক্ষিপ্ত করে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে দোয়া কর্মসূচী ঘোষণা করায় কর্মীরা শাপলা চত্বরে এসে শান্তিপূর্ণ অবস্থান নেন। রাতে কোথায় যাবেন সেটা বিবেচনা করে তাঁরা সেখানেই অবস্থান করছিলেন, যাতে সকালবেলা তাঁরা যার যার বাসায় চলে যেতে পারেন। কিন্তু ৬ মে ২০১৩ সরকার যৌথবাহিনী দিয়ে নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত হেফাজত কর্মীদের ওপর নির্বিচারে গুলি করে হত্যাযজ্ঞ চালায়।

আজীজুল হক আরো জানান, হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে মাদ্রসার শিশুদের না নিয়ে আসার জন্য সব হেফাজত নেতা-কর্মীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কিছু অতি উৎসাহী শিশু স্বতস্ফুর্তভাবে হেফাজতের সমাবেশে অংশ নেয়।

আজীজুল হক অধিকারকে বলেন, মতিঝিলের শাপলা চত্বরের আশেপাশের বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের সঙ্গে হেফাজতে ইসলামের নেতা-কর্মীদের কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, দৈনিক বাংলা মোড় থেকে আওয়ামীলীগ অফিস ও পল্টন মোড় থেকে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশসহ আওয়ামীলীগ সমর্থিত সশস্ত্র ব্যক্তিরা ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছিল। তিনি বলেন, যেখানে পুলিশ ও আওয়ামীলীগ সমর্থিত সশস্ত্র ব্যক্তিরা হেফাজত কর্মীদের দেখলেই ধাওয়া করেছে, হতাহত করেছে, সেখানে হেফাজত কর্মীরা কিভাবে তাদের বাধা ডিঙ্গিয়ে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আগুন দিলো।

আজীজুল হক পল্টন মোড়ে ফুটপাথের বিভিন্ন দোকানে আগুন দেয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগসহ আওয়ামীলীগের 'ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের' দায়ী করেন।

এর প্রেক্ষিতে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একটি প্রেস রিলিজ দেয়া হয়।

আজীজুল হক ইসলামাবাদী অধিকারকে আরো জানান, ৭ মে ২০১৩ একটি প্রেস রিলিজ দেয়ার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় সরকারের পক্ষ থেকে ১১ মে ২০১৩ একটি প্রেস নোট দেয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের প্রেস নোটটি প্রত্যাখ্যান করে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ১১ মে ২০১৩ আরো একটি প্রেস রিলিজ দেয়।

মাইন উদ্দিন খন্দকার, অতিরিক্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিবালয়

মাইন উদ্দিন খন্দকার অধিকারকে বলেন, ৬ মে ২০১৩ মতিঝিলের শাপলা চত্বরে যে অভিযান চালানো হয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় থেকে সেই অভিযানের নাম দেয়া হয় 'অপারেশন ফ্ল্যাশ আউট'। এই অভিযানের প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় থেকে তাঁর স্বাক্ষরিত একটি প্রসনোট ১১ মে ২০১৩ প্রকাশ করা হয়। তিনি বলেন প্রেসনোটেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের কাছে থাকা সব তথ্য দেয়া আছে। স্বরাষ্ট মন্ত্রনালয়ের প্রেসনোটের কিছু অংশ নিচে দেয়া হল-

> গত ৫ মে ২০১৩ হেফাজতে ইসলাম কর্তৃক ঢাকা অবরোধ এবং তৎপরবর্তী শাপলা চত্বরে অনুষ্ঠিত সমাবেশকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বিভিন্ন মহল কর্তৃক কিছু মিডিয়ায় প্রচারিত/প্রকাশিত কথিত গণহত্যা/লাশ গুম ইত্যাদি ধরনের গুজবকে কেন্দ্র করে জনমনে বিরাজমান বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য প্রকৃত সত্য উন্মোচনকল্পে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রকৃত তথ্যাদি প্রকাশ করা প্রয়োজন বলে মনে করছে।
>
> .....রাত প্রায় ২টায় ঢাকা মহানগর পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবির যৌথ অভিযান শুরু হয়। অভিযানে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এতে জলকামান, সাউন্ড গ্রেনেড ও রাবার বুলেট ব্যবহার করা হয়। অভিযানের শুরুতেই মাইকে একাধিকবার সতর্ক করে সবাইকে চলে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। আরামবাগ ও দৈনিক বাংলা মোড় থেকে শাপলা চত্বরমুখী সড়ক দিয়ে নিরাপত্তা বাহিনী আস্তে আস্তে এগোতে থাকে এবং ইত্তেফাক মোড় অভিমুখী রাস্তা খোলা রেখে জনতাকে নিরাপদে সরে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়।
>
> অভিযান শুরুর ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে অবস্থানরত জনতা শাপলা চত্বর ছেড়ে সায়েদাবাদ-যাত্রাবাড়ীর পথে সরে যায়। অভিযানকালে মঞ্চের পাশে কাফনের কাপড়ে মোড়ানো চারটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায় সারা দিন বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্ঘাতে তিনজন পথচারী, একজন পুলিশ সদস্যসহ মোট ১১ জন নিহত হন।

মাইন উদ্দিন খন্দকার আরো বলেন, 'অপারেশন ফ্ল্যাশ আউট' ছিল একটি যৌথ অভিযান। এই অভিযানে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি সদস্যরা অংশ নেয়। তবে কোন বাহিনী থেকে কতজন সদস্য সেদিনের অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন তা তিনি বলতে পারেননি।

নাম গোপনকৃত ডাক্তার, ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, ২৪ আউটার সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা

নাম গোপনকৃত ডাক্তার অধিকারকে জানান, ৫ মে ২০১৩ বিকাল আনুমানিক ৪.০০টা থেকে ৬ মে ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৮.০০টা পর্যন্ত প্রায় ছয়শ আহত হেফাজত কর্মী চিকিৎসার জন্য আসেন। তাঁদেরকে বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়।

কিন্তু ৬ মে ২০১৩ ভোর আনুমানিক ৬.০০টায় কয়েকজন লোক ৫ জন গুলিবিদ্ধ হেফাজত কর্মীকে মূমুর্ষ অবস্থায় ভ্যানে করে হাসপাতালে আনেন। চিকিৎসা দেয়ার পূর্বেই তাঁরা মারা যান। প্রশাসনিক চাপ কিংবা কোন ধরনের হুমকি এড়াতে তিনি চিকিৎসা গ্রহণকারীর নাম এবং ঠিকানা অধিকারকে জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

মোঃ আব্দুর রহিম তালুকদার, ম্যানেজার, প্যান প্যাসিফিক হাসপাতাল, ২৪ আউটার সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা

মোঃ আব্দুর রহিম অধিকারকে জানান, ৫ মে ২০১৩ বিকাল আনুমানিক ৪.০০টা থেকে ৬ মে ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৮.০০টা পর্যন্ত কয়েকশত আহত লোক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসেন। তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু লোক ছিলেন যাঁরা ছিলেন গুলিতে আহত। তিনি আহত লোকদের কাছ থেকে জানতে পারেন যে, তাঁরা হেফাজতের সমাবেশে এসে আহত হয়েছেন। তিনি কিছু লোককে বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেন। বাকীদের বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে জাতীয় অর্থপেডিক ও পূনর্বাসন প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় চক্ষু হাসপাতালে রেফার করেন।

তিনি বলেন, একই সময় অধিক সংখ্যক রোগী ভিড় করায় মাত্র ৫৩ জনের নাম লিখে রাখা গেছে।

প্যান প্যাসিফিক হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়া ৫৩ জনের নামের তালিকা-

ক্রমিক	নাম	জেলা	প্রাথমিক চিকিৎসা/যেখানে রেফার করা হয়েছে
১	বারবিস		প্রাথমিক চিকিৎসা
২	মোখলেছুর রহমান		,,
৩	মেহেদী হাসান		,,
৪	রায়হান(১)		চক্ষু হাসপাতাল
৫	শরিফুল ইসলাম		প্রাথমিক চিকিৎসা
৬	সিদ্দিকুর রহমান		,,
৭	রায়হান(২)		,,
৮	আঃ মতিন		,,
৯	রফিকুল ইসলাম		পঙ্গু হাসপাতাল
১০	মোঃ মঞ্জুর		,,
১১	মোঃ ইসমাইল		প্রাথমিক চিকিৎসা
১২	জহিরুল ইসলাম(১)		প্রাথমিক চিকিৎসা
১৩	আল-হাজ্ব হারুনর		,,
১৪	জহিরুল ইসলাম (২)		,,
১৫	আশিকুল		,,
১৬	জামাল		,,
১৭	মোঃ নাজমুল হক		,,
১৮	মনির		পঙ্গু হাসপাতাল
১৯	জুয়েল		,,
২০	শহিদুল ইসলাম		প্রাথমিক চিকিৎসা
২১	আবুল খায়ের		,,
২২	বেলাল		,,
২৩	কাওসার		,,
২৪	মালেক		,,
২৫	শফিকুল		,,
২৬	হাবিব		পঙ্গু হাসপাতাল
২৭	হেলাল উদ্দিন		চক্ষু হাসপাতাল
২৮	ইয়াসিন		ঢাকা মেডিকেল কলেজ
২৯	ইমরান		প্রাথমিক চিকিৎসা
৩০	সাদমান		,,
৩১	রোকনুজ্জামান		,,
৩২	আমিনুর রহমান		,,
৩৩	আঃ মতিন		,,
৩৪	জহিরুল ইসলাম (৩)		,,
৩৫	মোঃ ইসমাইল	নোয়াখালী	,,
৩৬	আরাফাত উল্লাহ		,,
৩৭	সুমন	বগুরা	,,
৩৮	আরিফ		পংগু হাসপাতাল
৩৯	নেয়ামত উল্লাহ	রামপুরা, ঢাকা	প্রাথমিক চিকিৎসা
৪০	আশরাফ	কামরাংগীরচর,	,,
৪১	আবু বকর সিদ্দিক	মোহাম্মদপুর,	,,
৪২	আঃ রহমান		সেন্ট্রাল হাসপাতাল
৪৩	খোকন	সাভার	পংগু হাসপাতাল
৪৪	আশিকুর রহমান		প্রাথমিক চিকিৎসা
৪৫	অলিউর রহমান	সিলেট	,,
৪৬	আলী আহম্মেদ		,,
৪৭	ফয়েজ আহম্মেদ	রামনগর,	,,
৪৮	আঃ রাজ্জাক		,,
৪৯	মবিনুর রহমান		,,
৫০	মহিবুর রহমান		,,
৫১	মমিনুল হক		,,
৫২	বজলুল হক		,,
৫৩	রুমন		,,

নাম গোপনকৃত নার্স, জরুরী বিভাগ, জাতীয় অর্থপেডিক ও পূনর্বাসন প্রতিষ্ঠান শ্যামলী, ঢাকা

নাম গোপনকৃত নার্স অধিকারকে জানান, ৬ মে ২০১৩ ভোরে মতিঝিলের শাপলা চত্বরের হেফাজতের সমাবেশে পুলিশের হামলার ঘটনায় গুলিবিদ্ধ মোট ১৬ ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁদের প্রত্যেকের হাত, পা অথবা শরীরের বিভিন্ন অংশ ছিল গুলিবিদ্ধ। আহত প্রত্যেকেই অস্ত্রপচার করার পর চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জাতীয় অর্থপেডিক ও পূনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া ব্যক্তিদের নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর সম্বলিত তালিকা[৩]

ক্রমিক নং	*নাম*	*বয়স*
১	*মোঃ আলীম*	২২
২	*জুয়েল*	১৯
৩	*মনির*	৩৫
৪	*মাহবুবুল আলম*	২২
৫	*হাবিব*	৩৭
৬	*আরিফ*	১৮
৭	*আব্দুল্লাহ ফরহাদ*	১৯
৮	*আলী হোসেন*	২৭
৯	*মেহেদী হাসান পারভেজ*	২৩
১০	*তাইজুল ইসলাম*	৩৮
১১	*আনোয়ার*	২২
১২	*আঃ জলিল*	৩০
১৩	*মোঃ মজিবর*	৪৫
১৪	*মোঃ আশরাফুল হক*	৩০
১৫	*বেলায়েত*	৩৫
১৬	*মোঃ ইউসুফ*	৪২

নাম গোপনকৃত পুরুষ নার্স, জরুরী বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা

নাম গোপনকৃত পুরুষ নার্স অধিকারকে জানান, ৬ মে ২০১৩ ভোর আনুমানিক ৫.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৭.০০ পর্যন্ত হাসপাতালের জরুরী বিভাগে ৬ মে ২০১৩ ভোরে মতিঝিলের শাপলা চত্বরের ঘটনায় প্রায় ২০০ জন আহত লোক চিকিৎসা গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে ৪২ জন ভর্তি হয়েছেন। তিনি মৃতের সংখ্যা জানতে মর্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

সেকান্দার, মর্গ-সহকারী, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

মর্গ-সহকারী সেকান্দার অধিকারকে জানান, ৫ ও ৬ মে ২০১৩ এর ঘটনায় মোট ১৬ টি লাশের ময়না তদন্ত করা হয়। এর মধ্যে ৩ জন পুলিশ সদস্য, ২ জন বিজিবি সদস্য এবং ১১ জন সাধারন মানুষ। ১৬ টি লাশের মধ্যে ১৫ টি লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

[৩] আহতদের সম্পুর্ণ ঠিকানা ও রেজিষ্ট্রেশন নম্বর অধিকারের সংগ্রহে আছে

ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে ময়না তদন্ত হওয়া সনাক্তকৃত লাশগুলোর পরিচয় ও ময়নাতদন্ত নম্বর সম্বলিত তালিকা:					
ক্রমিক নং	নিহতের নাম ও বয়স	নিহতের ঠিকানা	লাশ গ্রহণকারীর নাম	লাশ গ্রহণকারীর ঠিকানা	ময়নাতদন্ত নম্বর ও তারিখ
১	এস আই মোঃ শাহজাহান(৫৫)	ব্যাচ নং- ৮৫১৩, পিওএম, দক্ষিন ডি কোম্পানি, মিরপুর ঢাকা	রেজাউল	কং ২৩৮০৭ কল্যান অফিস ০১৭২৫৪৮৪৩৯৩	৮০৮, ৬/৫/২০১৩
২	সিদ্দিকুর রহমান (৩০)	শ্রমিক নেতা	কাজী সেলিম সরওয়ার	চট্টগ্রাম শ্রমিক সম্পাদক, সায়দাবাদ বাস স্ট্যান্ড, ঢাকা ০১৭১১০৫৭১৩৩	৮০৯, ৬/৫/২০১৩
৩	একেএম রেহান আহসান (২৮)		ডঃ শাহরিয়ার মাহমুদ	৩৫৩/১ বি দক্ষিণ পাইকপাড়া, ঢাকা ০১৭১৬৩২৮৮৫০	৮১৩, ৬/৫/২০১৩
৪	কাজী রকিবুল হক (৪০)		কাজী শহীদুল হক	২০৮/৩ শেখপাড়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ০১৮১৯১৮৮৫৯৩	৮১৪, ৬/৫/২০১৩
৫	মোঃ ইউনুস (৩৫)	পিতা- মাওলানা নাজিম উদ্দিন	ওমর ফারুক	বাঙ্গাল হাওলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর ০১৭২০৩৬৮৩৬৪	৮১৫, ৬/৫/২০১৩
৬	জাকারিয়া মোল্লা (৪৬)	কং ১২০	গাফফার হোসেন	কং ৯৬৭৫, কল্যান অফিস	৮১৬, ৬/৫/২০১৩
৭	ফিরোজ খান নায়েব (৫৩)		গাফফার হোসেন	কং ৯৬৭৫, কল্যান অফিস	৮১৭, ৬/৫/২০১৩
৮	দ্বীন ইসলাম (৩৬)		আলাউদ্দিন	বালুচর, সিরাজদীখান, মুন্সীগঞ্জ ০১৯২২১৫৫৭২৫	৮১৮, ৬/৫/২০১৩
৯	শাহ আলম (৫৫)	নায়েক সুবেদার, ব্যাচ নং ৭০৭২	নাঃ সুঃ আঃ মান্নান মোল্লা	৪৮ বিজিবি ব্যাটালিয়ন, পিলখানা, ঢাকা	৮১৯, ৬/৫/২০১৩
১০	নাহিদ (২১)		শাহজাহান	লালগঞ্জ ৭ নং বিল্ডিং, ৭ নং গলি, ঢাকা	৮২০, ৬/৫/২০১৩
১১	মোঃ আল-আমিন (৩০)		শফিক	কাচারীটেকেরহাট, কোতয়ালী থানা, ফরিদপুর ০১৯৩৭৪৩৪৭৪৬	৮২২, ৬/৫/২০১৩
১২	অজ্ঞাত (৩৫)	পুরুষ			৮২৩, ৬/৫/২০১৩
১৩	মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব মোল্লা (৪৫)		আঃ হান্নান	তালাব, ভালুকা, ময়মনসিংহ ০১৭১৬৬৩১৪৭৭	৮২৪, ৬/৫/২০১৩
১৪	মোঃ লাবলু হোসেন (২৩)	সিপাহী	নাঃ সুঃ আঃ মান্নান	৪৮ গয়েরঘাট	৮৩৩, ৭/৫/২০১৩
১৫	নিজামূল হক (২৮)		এনামুল হক	পশ্চিম মাদারবাড়ি, ২নং গলি, চট্টগ্রাম ০১৮২৩২৩৪৯৫৫	৮৩৪, ৭/৫/২০১৩
১৬	সুমন (২০)		ফারুক	দনন্দি, আড়াইহাজার, নারায়ানগঞ্জ ০১৭৬৪৫৯৬৫৯৫	৮৩৫, ৭/৫/২০১৩

অধিকারের বক্তব্য

অধিকার হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের নেতা কর্মীদের হত্যার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সত্য উদঘাটনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। অনেক মানুষের হতাহতের বিষয়ে জানা গেলেও এক শ্রেনীর 'শিক্ষিত' ব্যক্তিদের এই ব্যাপারে নিরবতায় অধিকার উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

সরকারের মতিঝিলে অভিযান চালানোর আগে সে এলাকায় বৈদ্যুতিক সরবরাহ বন্ধ করা ও অভিযান চলাকালে বিরোধীদলীয় দুটি টিভি চ্যানেল বন্ধ দেয়া এবং অন্যান্য মিডিয়াতে এ বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদ অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে সরকার হতাহতের ও নৃশংসতার বিষয়টি গোপন করতে চাচ্ছে। তাই এ বিষয়ে আমরা সরকারের কাছে থেকে কোন স্বচ্ছতাই আশা করতে পারিনা।

উপরোক্ত বাস্তবতা থাকা সত্ত্বেও সব ধরণের পক্ষপাতিত্ব ও অপপ্রচারকে পাশ কাটিয়ে বিষয়টির যথার্থ তথ্যানুসন্ধানের জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত করা প্রয়োজন। সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত কমিটি গঠন করা প্রয়োজন এবং সমাজকে সংঘাতমূলক পরিস্থিতি থেকে বের করে আনা প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো তদন্তকালীন সময়ে দেখা প্রয়োজন, সেগুলো হলো-

১। মোট নিহত ও আহত মানুষের সংখ্যা এবং তাদের অবস্থান সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে।

২। কোথায় নিহতদের কবর দেয়া হয়েছে তা জানার অধিকার তাঁদের স্বজনদের রয়েছে। নিহতদের শেষকৃত্য করার অধিকারও তাঁদের স্বজনদের রয়েছে, যা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে।

৩। এই সমাবশে অনেক শিশুরাও যোগ দিয়েছিল, সরকার এটা জানা সত্ত্বেও কেন এই সমাবেশে ভারী অস্ত্র নিয়ে হামলা করেছে এবং কেন নির্বিচারে হত্যায় উন্মত্ত হয়েছে? এটা অত্যন্ত অসহনীয় যে, সরকার শিশুদের ব্যাপারে যথেষ্ট সংবেদনশীল নয়। যেসব ব্যক্তিরা গুম হয়েছেন কিংবা নিখোঁজ রয়েছেন তাঁদের বিষয়ে খোঁজ করা জরুরি।

কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর কোন বিশেষ মতের বিষয়ে একমত না হলেও সব মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সরকারের কাছে বিক্ষোভ প্রকাশ করার পক্ষে অধিকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

-সমাপ্ত-